আল্‌কাবোল-মোছলেমিন

২৪ পরগণা, জয়নগর নিবাসী

মওলানা ইবরাহিম সাহেব কর্ত্তৃক

প্রণীত

শামসুল উলামা মাওলানা লোৎফোর রহমান ফাজেল
বর্দমানী কর্ত্তৃক সংশোধিত ও প্রকাশিত

৪র্থ সংস্করণ

১৪২২ সাল

২৮ নং মনসোথরো, প্রিন্টেজ ইণ্ডিয়া প্রেস
হইতে মুদ্রিত

ان اكرمكم عند الله اتقاكم-

আল্‌কাবোল-মোছলেমিন

২৪ পরগণা, জয়নগর নিবাসী

মওলানা ইবরাহিম সাহেব কর্ত্তৃক

প্রণীত

শামসুল উলামা মাওলানা লোৎফার রহমান ফাজেল

বর্দ্ধমানী কর্ত্তৃক সংশোধিত ও প্রকাশিত

৪র্থ সংস্করণ

১৪২২ সাল

এহ্‌ইয়াউ উলূমিদ্দীন ফাউন্ডেশন
পূর্বচর কৃষ্ণপুর, আলগীবাজার, হাইমচর, চাঁদপুর
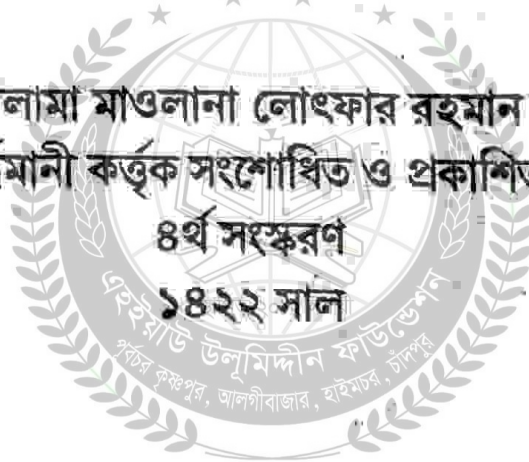
২৮ নং মনমোথরো, প্রিন্টেক্স ইণ্ডিয়া প্রেস
হইতে মুদ্রিত

মূল্য- ২০ টাকা মাত্র।

ভূমিকা

প্রত্যেক মানব আদি পিতা হজরত আদম (আঃ)-এর বংশধর, কেহ বা রাজা-বাদশা, মন্ত্রী, সেনাপতি, আবার ডাক্তারী, কবিরাজী হাকিমী, কেহ বা কুলি মজুরি, মেথরগিরী, দর্জ্জিগিরী, ছুতার মিস্ত্রী, কাপড় পরিষ্কার ধুনুরিগিরী, কৃষিকার্য্য বস্ত্রবয়ণ, তৈলকার, মৎস্য ব্যবসায়, সওদাগারী, জুতা মোজা সেলাই, শরবত বিক্রয়, গহনা নির্ম্মান, দরওয়ানী, কর্ম্মকার কার্য্য, কসাইগিরী, পাটনীগিরী ইত্যাদি পেশা অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন, ইহাতে মানুষ শ্রেণী-বিভাগ হইতে পারে না, শরিয়ত অনুযায়ী বেশী ধার্মিক ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট বেশী শরিফ। ইহার জন্য এক পেশা অবলম্বন অন্য পেশা অবলম্বনীকে ঘৃণা করা বা গ্লানি বাচক শব্দ ব্যবহার করা শরিয়তে সিদ্ধ নহে অর্থ্যাৎ হারাম, কাহারও মনে আঘাত লাগে এরূপ গ্লানিবাচক শব্দ দ্বারা কোন পেশা অবলম্বীকে সম্বোধন করা নিষিদ্ধ বা হারাম।

বাঙ্গালা-আসামে জাতিভেদ খুব বেশী ছিল, আমিরশ শরিয়তে ফুরফুরার মহামান্য পীর মোরশেদ বরহক (রঃ)-এর চেষ্টায় এই ব্যাধি অনেকাংশে দূরীভূত হইয়াছে। তিনি তাঁহার কর্ম্ম জীবদ্দশায় জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছেন।

"আল্‌কাবোল মোছলেমীন" কেতাবখানা প্রণয়ন করিয়া বসিরহাটের হজরত এমাম ও আল্লামায়ে বাঙ্গালা পীর মাওলানা শাহ্ সুফী হাজী মোহাম্মদ রুহল আমিন ছাহেব সাম্প্রদায়িকতা ও শ্রেণীভেদের মুলোৎপাটন করিয়া গিয়াছেন।

কেতাবখানা লেখার পর তাঁহার সহপাঠী ২৪ পরগণার সূর্য্য জনাব মাওলানা মরহুম ইবরাহিম জয়নগরী ছাহেবকে দিয়াছিলেন। অনিবার্য্য কারণে শামসুল উলামা মাওলানা লোৎফার রহমান বর্দ্ধমানী মরহুম সাহেব কর্ত্তৃক সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের বিশিষ্ট ওলামাগণ কর্ত্তৃক অনুমোদন করাইয়া লইয়াছিলেন।

বাংলা ১৩১৮ সালে আঞ্জমানে এসলাহোল কওমের সেক্রেটারী

প্রতিষ্ঠিত-২০১২ ঈসায়ী ... ফাউন্ডেশন ... আলগাবাজার

মুনশী কাছেম আহমদ ছাহেব প্রথম মুদ্রণ রেয়াজুল এসলাম প্রেস হইতে মোহাম্মদ রেয়াজদ্দীন আহমদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত করাইয়া প্রকাশ করেন। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ জনৈক মহানহৃদয় ব্যক্তি প্রকাশ করেন, আমি নিজে সেই কেতাবখানা অনেক দিবস পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার নাম আমার মনে নাই।

আমাদের এসলাহোল কওমের সেক্রেটারী মরহুম কাছেম আহমদ ছাহেবের তেমন কেহ নাই বলিয়া কেতাবখানি আর পুনঃ প্রকাশিত হয় নাই। আমরা উক্ত কেতাব চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশ করিলাম, যদি ইহাতে সমাজের কিছু উপকার হয় ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এই কেতাব বসিরহাটের হজরত আল্লামা পীর মাওলানা রুহল আমিন ছাহেবের (রহঃ) নামে উৎসর্গ করা হইল।

এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ফাউন্ডেশন
স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী
পূর্বচর কৃষ্ণপুর, আলগীবাজার, হাইমচর, চাঁদপুর

কলিকাতা, হুগলী, চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং হিন্দুস্তান ইত্যাদি স্থান সমূহের প্রধান প্রধান মাওলানা এবং মৌলবীগণের অনুমোদিত

الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام

علی رسوله سيدنا محمد و اله وصحبه اجمعين

আল্‌কাবোল- মোছলেমিন

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে আলেম মণ্ডলীর মতামত

১ম প্রশ্নঃ- যদি কোন ব্যক্তি কৃষিকর্ম, বস্ত্রবয়ন ও মৎস্য ব্যবসায় ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, এবং তাঁহার লোকান্তর গমনের পর তদীয় বংশধরগণ, উক্ত ব্যবসায়ে সংলিপ্ত থাকুন বা নাই থাকুন, এবং যখন তাঁহাদিগকে চাষা, জোলা, নিকারী বা আতরাফ্ প্রভৃতি গ্লানিবাচক আখ্যায় সম্বোধন করিলে তাঁহাদিগকে মনে দারুণ মর্মান্তিক কষ্টানুভব হয়, তখন এইরূপ শব্দ দ্বারা উহাদিগকে সম্বোধন করা সিদ্ধ কিনা?

২য় প্রশ্নঃ- যে সমস্ত শিল্প এবং ব্যবসায়কে এক্ষণে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ঘৃণার চক্ষে দেখেন, এরূপ শিল্প বা ব্যবসায়ে পূরাকালীন শেখ ও সৈয়দগণ সংলিপ্ত ছিলেন কিনা? প্রকৃত পক্ষে এ সমস্ত বৃত্তি অবলম্বন করিলে শেখ এবং সৈয়দগণের জাতি ও ধর্মগত মর্য্যাদার কোনও ক্ষতি হইত কিনা?

৩য় প্রশ্নঃ- শেষ প্রেরিত মহাপুরুষের সাহাবাগণের বংশধর ভিন্ন অন্য বংশীয় মুসলমানগণকে শেখ আ্যাখ্যা প্রদান করা সিদ্ধ কিনা?

১ম প্রশ্ন উত্তর ঃ কোন ব্যক্তি কৃষিকার্য্য, বস্ত্র বয়ন ও মৎস্য ব্যবসায় ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন, এবং বর্ত্তমানে তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে উক্ত ব্যবসায় প্রচলিত থাকুক বা নাই থাকুক, যখন তাঁহারা এইরূপ গ্লানিজনক নিকৃষ্ট অ্যাখায় সম্বোধিত হওয়ায় অন্তঃকরণে মর্ম্মান্তিক কষ্টানুভব করেন,

এবং সাধারণে যে শব্দগুলিকে অবজ্ঞাছলে ব্যবহার করিয়া থাকেন, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এইরূপ গ্লানিবাচক শব্দ কখন কোনও অর্থে প্রয়োগ করেন না এবং কোন ব্যক্তিকে এইরূপ মর্ম্মান্তিক যাতনাপ্রদ অ্যাখায় সম্বোধন করা সর্ব্বৈব অসিদ্ধ।

ফতওয়ায় আলমগীরি ও বজ্জাজির মধ্যে বর্ণিত আছে—

رجل قال مع غيره ان ادم عليه السلام نسج الكرباس
پس ماهمه جولاها بچگان باشيم فهذا كفر ☆

এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন যে, হজরত আদম আলায়হেচ্ছালাম বস্ত্র বয়ন করিতেন, তদুত্তরে সেই ব্যক্তি ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে কহিল, তাহা হইলে কি আমরা জোলা সন্তান হইলাম? এইরূপ বলায় কুফোরী হইল। যদিও হজরত আদম আলায়হেচ্ছালাম স্বয়ং এই ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং জোলা শব্দ ঘৃণাব্যঞ্জক স্থলে ব্যবহৃত হয় বলিয়া উক্ত পয়গম্বর সাহেবের প্রতি এবম্প্রকার বাক্য প্রয়োগে কুফোরি হইতেছে। (২।৫৭৩ পৃষ্ঠা)।

সহিহ বোখারীর মধ্যে বর্ণিত আছেঃ- فلو غير اكّارٍ قتلنى যে সময় আবু জেহল মদিনাবাসী আনছারগণ কর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হয়, সেই সময় সে বলিয়াছিল, যদি আমাকে চাষা ব্যতীত অপর কেহ নিহত করিত, তাহা হইলে উত্তম হইত। মদিনাবাসী আনছারগণ প্রায় সকলেই কৃষিকার্য্য করিতেন, এ কারণ আবু জেহল নিজ প্রাণ হন্তাগণকে ঘৃণাব্যঞ্জক চাষা শব্দে তিরস্কার করিয়াছিল।

উপরোক্ত প্রকার প্রমাণ সমূহের দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জোলা ও চাষা শব্দদ্বয় গ্লানিবাচক ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং সেইরূপ নিকারী, শব্দটাও অর্থ শূন্য, ইহাও বঙ্গে অবজ্ঞাবাচক বলিয়া প্রচলিত আছে। "আতরাফ্" শব্দ আশরাফ্ শব্দের বিপরীত অর্থে বিশেষ জাতিবাচক

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী
ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ফাউন্ডেশন

উপাধিরূপে এতদঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আরব, পারস্য, তুরস্ক, আফগানিস্তান, এবং হিন্দুস্তানের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ— এমন কি বঙ্গের অধিকাংশ জেলা সমূহে উক্ত শব্দ জাতিবাচক উপাধিরূপে ব্যবহৃত হয় না। আরবি ভাষায় শরিফ ও রজিল বা অজি শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং তাহার বঙ্গানুবাদ ভদ্র বা ইতর। হিন্দুস্তানে আশরাফ ও আজলাফ শব্দদ্বয় ভদ্র বা ইতর অর্থে ব্যবহৃত হয়, এবং এতদঞ্চলে আশরাফ ও আতরাফ শব্দ ভদ্র ও ইতর অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বিপরীত অর্থবোধক যেমন দিবারাত্রি, পুরুষ-স্ত্রী, ইত্যাদি সেইরূপ আশরাফ ভদ্র অর্থে এবং তদ্‌বিপরীত আতরাফ শব্দ ইতর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আতরাফ বহুবচনাত্মক শব্দ, ইহার এক বচনের আভিধানিক অর্থ এক পার্শ্ব। অর্থাৎ যাহারা ভদ্রতার সীমা হইতে এক পার্শ্বে বা দূরে পতিত হইয়া ইতর ভাবে কাল যাপন করিতেছে। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল যে, আতরাফ শব্দের গৌণ অর্থ ইতর। পাঠকগণ প্রত্যেক শব্দের দুইটি মর্ম্মার্থ হয়, একটি আভিধানিক বা ধাত্বার্থ ঘটিত, এবং অপরটী দেশাচার ঘটিত প্রচলিত অর্থ। যেমন সৈয়দ শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রধান বা প্রত্যেক সমাজের নেতা এবং এই মর্মে সর্ব্বশ্রেণীস্থ প্রধান মণ্ডলী সৈয়দ উপাধি ধারণে সক্ষম। কিন্তু দেশাচার ঘটিত প্রচলিত অর্থে হজরত নবি করিমের (দঃ) বংশধরগণই কেবলমাত্র সৈয়দ উপাধিতে ভূষিত হইয়া থাকেন। (ক) এইরূপ মেহতর পারসী শব্দ, ইহার আভিধানিক অর্থ শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ইহার সৈয়দ শব্দের ভাষান্তর মাত্র, এই মর্ম্মে মেহতর জিবরাইল ও মেহতর আদম শব্দের প্রয়োগ আছে। কিন্তু উক্ত মেহতর শব্দ এতদ্দেশে দেশাচার ঘটিত ও প্রচলিত অর্থে বিষ্ঠা বহনকারী বুঝায়।

যেমন. আরবী ছালাত, জাকাত, ছওম ও হজ শব্দসমূহের আভিধানিক অর্থ প্রার্থনা, পবিত্রতা, নিরস্ত থাকা ও ইচ্ছা করা, কিন্তু প্রচলিত অর্থে উক্ত শব্দগুলির অর্থ বিভিন্ন হইতেছে, যথা— নামাজ বা উপাসনা

স্বর্ণ রৌপ্যালঙ্কার বা অর্থের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ খোদার উদ্দেশ্যে উৎস্বর্গীকৃত করা, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পানাহার রমন ইত্যাদি বন্ধ রাখা এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে তীর্থ দর্শনাভিলাষে মক্কানগরীতে সমবেত হইয়া কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করা। অনেক স্থলে শব্দ সমূহের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করিলে সম্পূর্ণ ভ্রম হয় যথা — ছালাত, জাকাত, ছওম ও হজ্জ শব্দগুলির আভিধানিক মর্ম গ্রহণ করিলে শরিয়তের বিশেষ বিধি সমূহের অঙ্গহানি হয়। এইরূপ মীর শব্দের আভিধানিক অর্থ অগ্রগণ্য, যথা— গ্রামস্থ প্রধান অগ্রণীকে মীর দেহ, এবং নাবিকগণের অগ্রণীকে মীর বাহর, রাজমিস্ত্রীগণের অগ্রণীকে মীর এমারত, রাজাদের আবশ্যকীয় দ্রব্য সঞ্চয়কারীগণের অগ্রণীকে মীর ছামান ও মুসলমান রাজাগ্রগণ্য ব্যক্তিগণকে মীরজা উপাধিতে ভূষিত করা হইয়া থাকে। কাজী শব্দের অর্থ বিচারক। মুসলমান রাজদরবারে বিচারকগণকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হইত এবং তদনুসারে বর্ত্তমান বিবাহ রেজিষ্ট্রারিকারিগণকে কাজী উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। এক্ষণে যদিও মীর ও কাজী শব্দদ্বয় আভিধানিক মর্মে কোনও জাতি বিশেষের উপাধি অর্থে ব্যবহৃত হইত না, তথাপি বর্ত্তমানে উক্ত শব্দদ্বয় এতদ্দেশে দুইটি স্বতন্ত্র জাতীয় উপাধি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গাজী শব্দে ধর্মযোদ্ধা বুঝায়। আরব, পারস্য, আফগানিস্তানবাসী মুসলমানগণ এতদ্দেশে যুদ্ধার্থে আগমন করিয়া উক্ত সম্মানিত গাজী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে সৈয়দ শব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা—

فی التفسیر البهر رالمفسرون ذ کورا فیه وجرها۔

الارل قال ابن عباس السید الحلیم وقال الجبالی انه

کان سید اللمؤ منین رئیسالهم فی الدین اعنی فی العلم

الحلم والعبادة والورع قال المجاهد الكريم على الله

وقال ابن المسيب الفقيه العالم و قال عكرمة الذى لا

يغلبه الغضب و قال القضى السيد المتقدم المرجوع

اليه ☆

তফসির কবিরের মধ্যে বর্ণিত আছে— এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, ধৈর্য্যধারী ব্যক্তিকে সৈয়দ বলা যায়, জাব্বায়ি বলেন, মুসলমানদের প্রধান নেতা অর্থাৎ বিদ্বান, সহিষ্ণু, তাপস ও ধর্ম্মাত্মাকে সৈয়দ বলা যায়। মোজাহেদ বলেন, "যে ব্যক্তি খোদার নিকট শরিফ হইবেন তিনিই সৈয়দ।" এবনোল মোছাইয়েব বলেন, ফেকাহতত্ত্বজ্ঞ বিদ্বানকে সৈয়দ বলা যায়।' আকরামা বলেন "ক্রোধ সম্বরণকারীকে সৈয়দ বলা যায়। কাজী বলেন "যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিদ্বান, সহিষ্ণু ও তাপস (সংসার ত্যাগী) এবং জনসাধারণ যাঁহার প্রতি অনুরক্ত, তাঁহাকে সৈয়দ বলা যায়।"

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহের দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সৈয়দ শব্দ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বা জাতির উপাধি নহে বরং প্রত্যেক শ্রেণীর নেতা, বিদ্বান, তাপস ও কর্ত্তা প্রভৃতি এই উপাধি প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু এই সৈয়দ শব্দ এক্ষণে কেবল হজরত এমাম হাছান ও এমাম হোছায়েনের (রাঃ) বংশধরগণের উপাধিরূপে দেশাচার ঘটিত প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে আতরাফ শব্দের প্রকৃত দেশাচার ঘটিত প্রচলিত অর্থ যে বিশেষ মর্ম্ম পীড়াদায়ক ইতর শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আরও আসহাবা গ্রন্থে উক্ত আছে,— **الحقيقة تترك بد لالة لاستعمال و العلدة** । কোনও কোনও শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া উহার দেশ প্রচলিত অর্থই গ্রহণ করা

হয়। সুতরাং শব্দ সমূহের দেশ প্রচলিত অর্থ ভিন্নরূপ হইলেও উহা যে সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদিও আতরাফ শব্দের আভিধানিক অর্থ দ্রব্য বিশেষে পার্শ্ব তথাপি এস্থলে উক্ত শব্দের অর্থ দূরত্ব বাচক ও হওয়া সঙ্গত। শেখ ছাদী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—

بدیار منتع بعشهار است۔

اگر خراهی سلامت بر کنار است۔

সমুদ্রে অনেক অর্থরাশি সঞ্চিত থাকে, কিন্তু দুঃখ শান্তি তাহার পার্শ্বে অর্থাৎ উহা হইতে দূরে (একেবারেই নাই)। আরব্য কবি বলেন, وانا بمعزل عنه میں اس کے کنارہ کش ہونا আমি উহা হইতে পার্শ্বে বা দূরে দণ্ডায়মান আছি। (উহা হইতে পৃথক আছি) উর্দ্দু ভাষায়— "আমি উহা হইতে এক পার্শ্বে (দূরে) আছি" ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এস্থলে যাহারা ভদ্রতা হইতে পৃথক অবস্থায় বা দূরে অবস্থান করে, অর্থাৎ ভদ্রতা বিবর্জ্জিত মনুষ্যগণই আতরাফ পদবাচক।

জাতিগত উপাধি অর্থে আতরাফ শব্দের অর্থ নগর পার্শ্ব বা পল্লী হওয়া অসম্ভব। কারণ অভিধানে প্রত্যেক দ্রব্যের পার্শ্বে বলিয়া উক্ত আছে বিশেষতঃ মানব জাতি কখনও নগর প্রান্ত বা পল্লী অর্থবোধক হইতে পারে না এবং অভিধানে নগর বলিয়া কোন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। যদি আহলোল আতরাফ বা ছাফেলোল আতরাফ শব্দের প্রয়োগ থাকিত তাহা হইলে পল্লী বা নগর প্রান্তবাসী বুঝা যাইত, অপিচ ইহার বিপরীত আশরাফ অর্থে সকল শ্রেণীস্থ নগরবাসীগণই বুঝাইত, সুতরা এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচিন নহে। আর যদি ঐ ভ্রান্তিমূলক অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে যে সমস্ত আশরাফ আখ্যাধারী ব্যক্তিগণ চিরকাল হইতে নগর প্রান্তে বা পল্লীতে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে আতরাফ এবং পক্ষান্তরে কৃষক প্রাগুক্ত শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ যাঁহারা পুরুষ পরম্পরায় নগরে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আশরাফ বলা হয় না কেন?

অধিকন্তু আরব, পারস্য, আফগানিস্তান ও হিন্দস্তানের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ—এমন কি বঙ্গের অনেক স্থানে এই শব্দের এবম্বিধ মর্ম্ম নীচতামূলক প্রয়োগ আদৌ দৃষ্ট হয় না। কেবলমাত্র আভিধানিক মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আতরাফ শব্দের নগর পার্শ্ব বা পল্লীবাসী অর্থ নির্ণয় করিলে ঐ প্রকার আভিধানিক মর্মে প্রত্যেক শ্রেণীস্থ প্রধান পক্ষীয়গণকে সৈয়দ, কাজী, মীর ইত্যাদি উপাধি প্রদান করা সঙ্গত হইবে। কেহ কেহ বলেন—"আশরাফগণ প্রথম শ্রেণীর বা সদরের, আতরাফগণ দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণী বা উহাদের পশ্চাতের এবং ইতরগণ নিকৃষ্ট তৃতীয় শ্রেণী, আতরাফ, 'তরফ' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 'তরফ' অর্থে পার্শ্ব বা কিনারা বুঝায়।

পাঠক, আতরাফ শব্দে পার্শ্ব বা কিনারা বুঝাইলে, উহার অর্থ তৃতীয় শ্রেণীস্থ ইতর হইবে, দ্বিতীয় বা মধ্যম শ্রেণী কিছুতেই হইতে পারে না, অতএব আতরাফের অর্থ মধ্যম বা দ্বিতীয় শ্রেণী বলা সর্ব্বতোভাবে ভ্রান্তিমূলক।

যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে, আমরা আতরাফ ইত্যাদি শব্দ মন্দ মর্মে ব্যবহার করি না, এস্থলে আমার বক্তব্য, পবিত্র কোরান শরিফে বর্ণিত আছে,—

و لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ـ

ছাহাবাগণ মাননীয় প্রেরিত পুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে "রায়েনা" শব্দে সম্বোধন করিতেন, উক্ত শব্দ দ্ব্যর্থবাচক থাকায় অর্থাৎ এক অর্থে আমাদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি করুন, এবং অপরার্থ বিশেষ গ্লানিবাচক থাকায় উক্ত আয়েত শরিফ অবতীর্ণ হয় "তোমরা দ্ব্যর্থবাচক "রায়েনা" শব্দ প্রয়োগ করিওনা, বরঞ্চ ওন্‌জোরনা শব্দ প্রয়োগ কর।" এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এরূপ দ্ব্যর্থবাচক শব্দে কাহারও মনে মর্মান্তিক কষ্ট দেওয়া সম্পূর্ণ অসিদ্ধ। সুতরাং দ্ব্যর্থবাচক আতরাফ শব্দ প্রয়োগ করা কোন ক্রমে উচিত নহে, পক্ষান্তরে প্রত্যেক ধার্মিক,

ইয়াউ উলূমিদ্দীন ফাউন্ডেশন
পূর্বচর কৃষ্ণপুর, আলগীবাজার, হাইমচর, চাঁদপুর

সম্পত্তিশালী, ন্যায়পরায়ণ ও বিদ্বান মুসলমান মাত্রকেই শরিফ বা আশরাফ বলা সিদ্ধ হইবে।

কোরান শরিফে উক্ত হইয়াছে,—

ليقو لون لئن رجعنا الى الدية ايخرجن الاهزمنها

الاذل و لله الزة و لرسله وللؤ منين۔

কপটীগণ (মোনাফেকগণ) বলিত আমরা ভদ্র লোক, মুসলমানগণ ইতর, আমরা মদিনা নগরীতে গমন করিয়া উক্ত ইতরবর্গকে বহিষ্কৃত করিয়া দিব।" খোদাতায়ালা বলিতেছেন, "খোদা, তাঁহার প্রেরিত পুরুষ এবং মুসলমানগণ ভদ্র বা শরিফ হইতেছে।" এই আয়েত অনুসারে প্রত্যেক মুসলমানকেই শরিফ বলা যাইতে পারে।

আরও কোরান শরিফে উক্ত হইয়াছে,—

ان اكرمكم عند الله اتقاكم

তোমাদিগের মধ্যে বেশী ধার্মিক ব্যক্তি খোদার নিকট বেশী শরিফ হইবেন।

তফছির কবিরের মধ্যে বর্ণিত আছে,—

فـان من يتـديـن بـديـن يـعـرف ان من يوافقه فى دينه

اشرف من يخالف فيه وان كان ارفع نسبا او اكثر نشبا۔

প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তি অবগত আছেন যে, ধর্মানুগত ব্যক্তি মাত্রেই যদিও উচ্চ বংশীয় ও সম্পত্তিশালী না হয়েন, তথাপিও উচ্চ বংশীয় ও সম্পত্তিশালী অধার্মিক ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী ভদ্র (শরীফ)।

তফছির কবিরের মধ্যে বর্ণিত আছে,—

اذاجاء الشـرف الدينى الا لهى لايبقى لامرهنـك

اعتبار لا لنسب و لا لنشب۔

ধার্মিক শরিফের তুলনায় আর্থিক বংশজ শরিফের কোনও মর্য্যাদা নাই।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের মধ্যে বর্ণিত আছে—

سال رسول الله صلعم اى الناس اكرم - قال اكر مهم عند الله اتقهم -

এক ব্যক্তি প্রেরিত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করায় এতদ্ সম্বন্ধে এইরূপ উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, যে ব্যক্তি বেশী ধার্মিক সেই বেশী শরীফ হইবে।

কলইউবি গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

سئل سفيان الثورى من الاشراف قال الاتقها -

এমাম ছুফিয়ানকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল— আশরাফ কাহারা হইবেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন— ধার্মিকগণই আশরাফ হইবেন।

আওছাত তোরানি গ্রন্থে বর্ণিত আছে— ال محمد كل تقى প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তি নবি করিমের বংশধরের মধ্যে গণ্য হইবেন।

কোরান শরিফে উক্ত হইয়াছে—

قال يانوح انه ليس من اهلك -

নূহ নবির ধর্মশূন্য পুত্র কেনানকে মহাপ্লাবনে মগ্ন হইতে দর্শন করিয়া, হজরত নূহ তাহার উদ্ধার প্রার্থনা করিলে, খোদাতায়ালা বলিয়াছিলেন, কেনান তোমার বংশধর নহে। উল্লিখিত আয়েত সমূহের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রত্যেক ধার্মিক মুসলমান শরিফ পদবাচ্য। এমন কি ভিন্ন ভিন্ন বংশোদ্ভব হইলেও নবীদিগের বংশধরের মধ্যে গণ্য হইবেন, পক্ষান্তরে প্রকৃতপক্ষে নবীদিগের বংশ সম্ভূত ব্যক্তিগণ যদি ধর্ম শূন্য হয়েন, তাহা হইলে শরিফ আখ্যা প্রাপ্ত হওয়া দূরের কথা — বরং উক্ত বংশ হইতে বহিস্কৃত হইয়া যাইবেন।

কোরান শরিফে উক্ত আছে—والذين اوتوا العلم درجات
আলেমগণ (বিদ্বান মণ্ডলী মর্য্যাদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আরও উক্ত আছে— انما يخشى الله من عباده العلماء মানব জাতির মধ্যে আলেমগণ প্রকৃতপক্ষে খোদাভীরু হইতেছেন।

আবু দাউদ, তেরমেজি ও এবনে মাজা গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

ان العلماء و رثة الانبياء وان لا نبياء لم يورثوا

دينارا ولا درهما وانما و رثوا العلم فمن اخذه اخذه

بحظ وافر۔

নবী করিম বলিতেছেন, আলেমগণই নবীগণের উত্তরাধিকারী। কেননা নবীগণ কোন প্রকার পার্থিব অর্থ রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন নাই, কেবলমাত্র এলেম ত্যাগ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে।

তেরমিজী গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—

وان فضل العلم على العابد كفجاى على ادناكم۔

নবী করিম বলিতেছেন, "যেমন আমাতে ও সাধারণ মণ্ডলীর মধ্যে মর্য্যাদার ইতর বিশেষ আছে, অর্থাৎ সাধারণ আমাকে যেরূপ মর্য্যাদা করে, সেইরূপ আলেমগণও তাপস অপেক্ষা মর্য্যাদার পাত্র।

শামি গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—

قيل ان كان المسبوب من الا شراف كا لفقهاء و العاوية

ليفزر

যদি কোন তত্ত্বজ্ঞ আলেম এবং আলাবি বংশীয় আশরাফগণকে কেহ কটুবাক্য প্রয়োগ করে তবে তাহাকে শাস্তি প্রদান করা শরিয়তের ব্যবস্থা।

দোররোল মোখতার এবং শামির মধ্যে বর্ণিত আছে,—

وان (فسر الحسيب) بالعالم فكفؤ (للعلوية) لان شرف العلم فرق شرف النسب و المال كما جزم به الزازى وارتفاء الكمال غيرة واذا فيل ان عايشة رض الضل فاطمة رض ذكره القهستانى -

আজম প্রদেশের (আরব ভিন্ন সমস্ত দেশের) আলেমগণ আরবের আলি বংশধর আলাবিগণের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে সমকক্ষ (কফু) হইতে পারেন। কেননা ধনবান এবং বংশজ আশরাফ অপেক্ষা আলেমগণ অধিকতর মর্য্যাদাশালী হইতেছেন। এই কারণে হজরত আয়েশা (রাঃ) হজরত ফাতেমা (রাঃ) হইতে অধিকতর মর্য্যাদাশালী ছিলেন। ইহাই নাহরোল ফাএক্, বজ্জাজি, ফতহোল কাদির, কাজিখান, এতাবি এ এতলাবি ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। উপরোক্ত প্রমাণসমূহ দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, আলেমগণ যে কোনও বংশ সম্ভূত হউন না কেন, তাঁহারাই প্রধান আশরাফ মধ্যে গণ্য হইতেছেন।

ছহি বোখারি ও মোসলেম গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—

ان من خيار كم احسنكم اخلاقا -

তোমাদিগের মধ্যে শিষ্টাচার বিশিষ্ট ব্যক্তি অধিকতর শরিফ হইতেছেন।

শামি গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—

السواد بالاشراف من كان كريم الفس حسن الطبع

সচ্চরিত্র ও পবিত্র স্বভাব ব্যক্তি আশরাফ হইবেন। এক্ষণে উপরোক্ত প্রমাণ সমূহের দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, প্রত্যেক ধার্মিক আলেম চরিত্রবান ও সম্পত্তিশালী মুসলমান মাত্রেই আশরাফ হইবেন।

এই কারণে সহিহ বোখারির মধ্যে দাস বংশোদ্ভব হজরত বেলালকে সৈয়দ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে واعنق سيدنا يعنى بلالا

ইহুদী বংশধর আবদুল্লাহ বেনে ছালাম ছহিহ বোখারির মধ্যে সৈয়দ উপাধাতিতে ভূষিত হইয়াছেন,—

فقال النبى صلعم الى رجل عبد الله فيكم قالو

اسهدنا وابن سيدنا و ابن سيدنا ـ

আনছার বংশ সম্ভূত ছায়াদ ছহি বোখারি এবং মোছলেম গ্রন্থে সৈয়দ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন,— وقوموا الى سيدكم

কোরান শরিফে জোলেখার স্বামী মিশর রাজাকে সৈয়দ উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। و القيا سيد العلماء ـ

মিজান শারানীতে পারস্য বংশধর এমাম আজম আবু হানিফা সাহেবকে সৈয়দ বলা হইয়াছে। وانت سيد العلماء

নাফ্‌হাতাল উনছ গ্রন্থে আবদুল খায়ের নামক ত্রয়োদশ দাস বংশ সম্ভুত ব্যক্তিকে সৈয়দ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

شيخ الاسلام كفت ـ من سيزده ابو الخير شناسم

ازين صلالفه همه موالى بودند و سيدان جهان ـ

কোরআন শরীফে উক্ত হইয়াছে— ولا تنابزو ا بلالقاب

একজন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানকে মন্দ নামে আহ্বান করিওনা বা মন্দ উপাধি প্রদান করিওনা।

তফছির বয়জবির মধ্যে বর্ণিত আছে,—

اذ روى ان الاية نزلت فى صفية بنت حسيى اتت رسول

الله صلعم فقالت ان النساء ليقان لى يابهر دية بنت

يهودين ـ

নবী করিমের ছফিয়া নাম্নী ইহুদী বংশোদ্ভবা সহধর্মিণীর জন্য এই আয়েত অবতীর্ণ হইয়াছিল। হজরতের অন্যান্য কোরেশ বংশীয় স্ত্রীগণ উহাকে ইহুদী বলিয়া সম্বোধন করায় তিনি অন্তরে দারুণ কষ্ট বোধ

করিয়াছিলেন, এবং নবী করিমের সমীপে এতদ্বিষয়ে প্রস্তাব না করায় খোদাতায়ালার আদেশে উক্ত আয়ত শরীফ অবতীর্ণ হইয়াছিল —"তোমরা কোন ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহন্তর তাহার অবজ্ঞাসূচক পূর্ব্ব উপাধি দ্বারায় সম্বোধন করিও না।"

পাঠকগণ! ইসরাইল, (ইয়াকুব নবীর বংশধর) গণকে ইহুদী আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল। হজরত দাউদ, ইছা ও মুছা প্রভৃতি পয়গম্বরগণ এই ইসরাইল বংশোদ্ভব ছিলেন এবং তৎকালে ইহুদী শব্দ সাধারণতঃ অবজ্ঞাসূচক ছিলনা, তথাপি নবিয়ে করিমের সময় হইতে মুসলমানগণকে ইহুদী নামে সম্বোধন করা নিষিদ্ধ (হারাম) হইল। কেননা মুসলমানগণ ইহুদী শব্দে মর্মান্তিক যাতনাপ্রদ অর্থ বোধ করায় এবম্প্রকার প্রয়োগ অসিদ্ধ হইয়াছে। স্থূল মন্তব্য এই যে মর্মান্তিক গ্লানিজনক উপাধি মুসলমানদিগের প্রতি প্রয়োগ করা সিদ্ধ নহে।

আজ্‌কার নবাবি গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—

وقد اتفق العلماء على تحريم تلقيب الانسان بما يكره-

বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে মানবকে গ্লানিজনক উপাধি প্রয়োগ করার ন্যায় বিরুদ্ধ বা হারাম।

জয়াজের গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

الكبيرة الخمسون بعد المائتين القنابز بالالقاب المكروه-

মানবকে মন্দ উপাধিতে আখ্যায়িত করা মহা পাপ।

সহিহ মোসলেমের মধ্যে বর্ণিত আছে—

كل المسلم على المسلم حرام دمه و عرضه-

মুসলমানের রক্তপাত করা বা অবমাননা করা মুসলমানের প্রতি হারাম। আরও বর্ণিত আছে— لاتوذوا المسلمين ولاتعيرهم

মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিওনা, এবং অবজ্ঞাসূচক বাক্য দ্বারা উহাদিগকে লজ্জিত করিও না।

মূল মন্তব্য এই যে—

এই সমস্ত প্রমাণ সমূহ হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, খোদাতায়ালা ও নবি করিম যাহাদিগকে আশরাফ বলিয়াছেন, তাহাদিগকে আতরাফ (ইতর) উপাধিতে আখ্যাত করা সিদ্ধ নহে, এবং যে শব্দ প্রয়োগ করিলে, মানবগণের মনে মর্মান্তিক যাতনা অনুভূত হয়, এরূপ কোনও গ্লানিজনক উপাধিতে মুসলমানকে সম্বোধন করা সিদ্ধ নহে। মন্দ মর্মবাচক শব্দগুলি ব্যবহার করার ন্যায় বিরুদ্ধ (সিদ্ধ নহে)। অধিকন্তু চাষা, জোলা, নিকারী, কলু ও আতরাফ ইত্যাদি গ্লানিজনক উপাধিতে মুসলমানগণকে আখ্যাত করা কোরান, হাদিছে এবং পণ্ডিত মণ্ডলীর স্থিরীকৃত মতে নিষিদ্ধ বা হারাম প্রমাণিত হইল।

২য় প্রশ্নের উত্তরঃ

কৃষিকার্য বৈধ (হালাল) পেশা, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তফছির দোররে মনসুর ও আজিজি প্রভৃতিতে বর্ণিত আছে,—

হজরত আদম, শিশ, ইবরাহিম ও লুত আলায়হেমোচ্ছালাম কৃষিকার্য করিতেন।

ছহি মোছলেমের মধ্যে বর্ণিত আছে,—

عن عبد الله بن عمر قال كنا نخاب ولانرى به بائسما -

আবদুল্লা বেনে ওমর বলেন—“আমরা ছাহাবাগণ ভাগের ভূমি চাষ করিতাম।”

ছহি বোখারি ও মোছলেমের মধ্যে বর্ণিত আছে,—

قال كنا اكثر اهل المدينة حقلا

আমরা মদিনা অধিবাসী অধিকাংশ ছাহাবাগণ কৃষিকার্য্য করিতাম।

ছহিহ বোখারির মধ্যে বর্ণিত আছে—

قال ما بالمدينة اهل بيت هجرة الايزرعون علے الثات و زارع علي وسعد بن مالك و عبد اللّٰه بن مسعود و عمر بن عبد العزيز القاسم و عزوة وال ابى بكر وال عمر و ال على وابن سيرين-

মক্কার অধিবাসী ছাহাবাগণ মদিনা শরিফে হেজরত করিয়া কৃষিকার্য্য করিতেন। মদিনাবাসীদের ভূমিতে এক তৃতীয়াংশের হিস্বায় কর্ষণ করিতেন। হজরত আলি, হজরত ছায়াদ, হজরত এব্‌নে মসউদ, হজরত ওমার বেনে আবদুল আজিজ, হজরত কাছেম, হজরত ওরয়াহ, হজরত আবু বকর, হজরত ওমার, হজরত আলির বংশধরগণ এবং হজরত এবনে ছিরিন প্রভৃতি মহোদয়গণ কৃষিকার্য্য করিতেন।

এইরূপ বস্ত্র বয়ন বৈধ পেশা, ইহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তফছির দোররে মনসুর ও আজিজির মধ্যে বর্ণিত আছে, হজরত আদম ও হজরত শীস আলায়হেমোচ্ছালাম বস্ত্র বয়ন করিতেন এবং হজরত বিবি হাওয়া ও হজরত বিবি মরিয়ম সূতা প্রস্তুত করিতেন। সহিহ মোস্তাদরেকে বর্ণিত আছে,— علمرهن الغزل

নবি করিম স্ত্রীলোকদিগকে সূতা প্রস্তুত করিবার জন্য উৎসাহ দিতেন। সহিহ বোখারীতে বর্ণিত আছে, কোন কোন ছাহাবা বস্ত্র বয়ন করিতেন। কানজোল ওম্মালে বর্ণিত আছে— মদিনার কোন কোন আনছার ছাহাবা এই ব্যবসা করিতেন।

তহজিবোত্তহজিব, তাজকেরাতোল হোফ্‌ফাজ মিজানোল এ'তেদাল, শামি, নাফহাতোল উনছো, মাকামাত মাজহারিয়া ও কওলোল জামিল গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত আছে যে,- এমাম মোহাম্মদ বোন্দার, ফরকদ সঞ্জি, সেখ ইসমাইল, খাজা আজিজান আলি রামেতনি সৈয়দ সায়াদত

খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দি ও শেখ আবুবকর প্রভৃতি বস্ত্র বয়ন ব্যবসা করিতেন।

দোররাতোল নাছেহিনের মধ্যে বর্ণিত আছে — হজরত আলির পরিধেয় বস্ত্র হজরত ফাতেমা বিবি প্রস্তুত করিয়া দিতেন।

ঐরূপ মৎস্য ব্যবসাও অতি বৈধ পেশা।

কোরান শরিফে বর্ণিত আছে,— و احل لكم صيدالبحر

সমুদ্রের শিকার তোমাদের জন্য বৈধ (হালাল) করা হইল। আরও উক্ত আছে— وسخرنا البحر لتاكلوا منه لحما طريا

সমুদ্র হইতে মৎস্য ধৃত করতঃ উহা ভক্ষণ করিবার জন্য সমুদ্রকে তোমাদিগের অনুগত করিলাম। তোমরা উহা হইতে মৎস্য ধৃত করিয়া ভক্ষণ করিতে পার।

তফছির আবু সউদ, বয়জবি ও কবির এবং আহওয়ালোল আম্বিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে—সৈয়দ হজরত সোলাইমান মৎস্য বিক্রয় করিয়াছিলেন।

তফছির কবির, মায়ালেম, জওয়াহেরোত তফছির, আহ্‌ওয়ালোল আম্বিয়া ও ইঞ্জিলের মধ্যে বর্ণিত আছে,—

و يجوران يكون بعض هؤلاء الحواربين بين الاثنى عشرمن الملوى و بعضهم من صيادى السمك و بعضهم من القصارين والكل سموا بالحواربين لا نهم كانوا انصار عيسى واثو إنه المخلصين۔

পবিত্র কোরান শরিফে হজরত ইছা নবীর দ্বাদশ শিষ্য, হাওয়ারি উপাধিতে আখ্যায়িত হইয়াছেন, উক্ত শব্দের অর্থ পবিত্র বন্ধুগণ। সৈয়দ সমউন তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন এবং সৈয়দ সমউন, ইউহান্না, ইয়াকুব এবং

ইন্দ্রিয়া এই চারিজন মৎস্য ব্যবসায়ী ছিলেন। অপর কেহ কেহ রজক (ধোপা) এবং কেহ কেহ রাজবংশধর ছিলেন।

তফছির তইছিরে বর্ণিত আছে— নবি করিমের আবদুল্লাহ্‌ বেনে মনফুস নামক ছাহাবা মৎস্য ব্যবসায়ী ছিলেন। কালইউবি গ্রন্থে বর্ণিত আছে, পীর শেখ জন্নুন মিসরী মৎস্য ব্যবসায়ী ছিলেন। নাফহাতোল উনছ গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—পীর শেখ এবরাহিম সাইয়াদ, পীর শেখ মোহাম্মদ বেনে ছাম্মাক ও পীর শেখ আবুজাফর ছাম্মাক মৎস্য ব্যবসায়ী ছিলেন। মেশকাত লেখক শেখ মহিউছ ছুন্নাহ এমাম বাগাবি শেখ আবুবকর এস্‌কাফ, শেখ আবুবকর ফার্‌রা, শেখ জাফর ও শেখ আবদুল মালেক এবং মোগলরাজ তিমুর চর্মকার ছিলেন। শেখ মোহাম্মদ বেনে আবদুল্লা, শেখ আবু মনসুর ও শেখ এবরাহিম রজক ছিলেন। হজরত দাউদ নবি, শেখ আবু জাফর, শেখ আবুল হোসেন, শেখ আবু আলি, শেখ আবু মোহাম্মদ, শেখ ছায়াদ ও শেখ আবদুল্লা প্রভৃতি পীরগণ কর্ম্মকার ছিলেন। শেখ এস্‌হাক ও শেক বান্নাণা ভারবাহক ছিলেন। শেখ আবু ইয়াকুব তৈলকার ছিলেন।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহ হইতে বিশদরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কৃষিকার্য্য, বস্ত্র বয়ন, মৎস্য ব্যবসায় ও জুতা বিক্রয় করিলে, কাহারও শেখত্ব, সৈয়দত্ব ও বোজোর্গীর মর্য্যাদা লাঘব হয় না। দোষ হইলে, উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ঐরূপ ব্যবসা করা সত্ত্বেও শেখ, সৈয়দ ইত্যাদি উপাধি লাভ করিতে পারিতেন না।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর ঃ

শেখ শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধ অথবা ধার্মিক। উহার দেশজ বা ব্যবহৃত মর্ম জ্ঞানী, ভদ্র, এবং প্রত্যেক সমাজের নেতা ও কর্ত্তা প্রভৃতি।

শামী গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—

الشيخ صفة مشتركة فى الاستعمال بين الكبر فى السن و الكبر فى القدر-

শেখ শব্দ বৃদ্ধ এবং পদোন্নত (ভদ্র) উভয় মর্ম্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আরববাসীগণ প্রত্যেক শ্রেণীর নেতা ও প্রধান ব্যক্তিকে শেখ শব্দে সম্বোধন করেন। উষ্ট্র চালক (বদ্দু), ভারবাহক (মুটে), হাজীদের পথ প্রদর্শক ও হজ্জ কার্য্য শিক্ষকগণ শেখ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অধিকন্তু প্রত্যেক দেশী এবং বিদেশী মুসলমানকে শেখ উপাধিতে আখ্যায়িত করেন। আজম প্রদেশে বিস্তর লোক ছাহাবা বংশধর না হইলেও শেখ নামে অভিহিত আছেন।

শামি গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—

والمراد منهم من لم ينتسب الى احدى قبائل لعرب
يسمون الموالى و العتقاء و عامة الامصار واقرى فى
زماننا منهم۔

যাহাদের নসব (বংশাবলী) আরবাসীদের কোনও সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট নাই, তাহারা মাওয়ালি নামে অভিহিত আছেন। বর্ত্তমান কালে কি নগর, কি পল্লীবাসী অধিকাংশ লোক এই মাওয়ালি সম্প্রদায় ভুক্ত। অর্থাৎ আজম প্রদেশের বহু সংখ্যক লোক ছাহাবা বংশধর না হইলেও শেখ নামে অভিহিত আছেন। আরবে বস্ত্র বয়নকারী ও কৃষক, জেদ্দা ও এমন প্রদেশে মৎস্য ব্যবসায়ী, পূর্ব বঙ্গে বা বঙ্গের অনেক স্থলে কৃষকগণ এবং ভারতের অধিকাংশ নব ইসলামধারীগণ শরিফ ও শেখ উপাধিতে ভূষিত আছেন। ফেরেস্তা প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন,—শাহ সুফি সাহেব পাণ্ডুয়া নামক স্থানে আগমন করতঃ যে ৭০০ সাতশত ঘর হিন্দুগণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন, সেই নবদীক্ষিত ইসলামধারীগণ শেখ বা শরিফ নামে অভিহিত আছেন। দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রব্বি খাঁ বাহাদুর প্রণীত "বাঙ্গালার মুসলমানগণের আদি বৃত্তান্ত" পুস্তকে বর্ণিত আছে,—সৈয়দ ও কোরেশী শেখ ভিন্ন,—আরব, ইরান, আফগানিস্তান ও

খোরাসান প্রভৃতি স্থান সমূহের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দরবেশগণের বংশধর বা প্রসিদ্ধ ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের বিখ্যাত ধর্মযাজক মোল্লা ও মুফ্‌তিগণের বংশধরগণও শেখ উপাধিতে ভূষিত আছেন,— এবং নব ইসলামধারীগণ স্থান বিশেষে শেখ, খান ও মালিক উপাধিতে অভিহিত আছেন।

নাফ্‌হতোল উন্‌ছ গ্রন্থে আছে,— শেখ আবু আলি কৃষিকার্য্য করিতেন। শেখ আবু ইস্‌হাক পারস্য বংশধর ছিলেন এবং উহার পিতা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেখ আবুল খায়ের তিনাতি, আছকালোনি, হেম্‌ছি, মালেকি, হাব্‌শী ও শেখ মালেক দিনার দাস বংশধর ছিলেন। শেখ আবু আলি রুদবারি ও শেখ আবু আবদুল্লাহ পারস্য বংশধর ছিলেন। শেখ আবু ছইদ, শেখ আবুল আব্বাছ, শেখ আবদুল্লা ও শেখ আবু মোহাম্মদ জুতা ও মোজা সেলাই করিতেন। শেখ হামদুন রজক (ধোপা) এবং শেক আবু জাফর কর্মকার ছিলেন। শেখ হাতেম আছাম ও শেখ ফোজাএল খোরাসানি বংশধর ছিলেন। শেখ বেশর হাফি মারব (মরও) নিবাসী ছিলেন। সেখ আবু এজিদ বোস্তামির পিতামহ অগ্নি উপাসক ছিলেন। শেখ আবু শিবলির পিতা কোন খলিফার দ্বার রক্ষক ছিলেন। শেখ জন্নুন মিশরি মৎস্য ব্যবসায়ী ছিলেন। শেখ মারুফ কারখির পিতা, হজরত এমাম আলি বেনে মুছার দ্বার রক্ষক ছিলেন, এবং তাঁহারই হস্তে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেখ হাছান বিছরি দাস বংশোদ্ভব ছিলেন। শেখ সক্কিক বলখ বংশোদ্ভব ছিলেন। শেখ আবুবকর বস্ত্রবয়ন করিতেন। শেখ আহমদ, শেখ হোসেন ও শেখ মনসুর তূলা ধুনিতেন। শেখ আবুদল মালেক ও শেখ আবুবকর চর্ম্মকার ছিলেন। শেখ ইয়াকুব তৈলকার ছিলেন।

উল্লিখিত মহাত্মাগণ কেহই ছাহাবা বংশধর নহেন, তথাপি শেক নামে অভিহিত আছেন।

মূল মন্তব্য এই যে, সেখ সাধারণ শব্দ, উহা কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের উপাধি নহে এবং কোন বিশেষ ব্যবসায়ের সহিত সীমাবদ্ধ

নহে। অতএব কৃষক, বস্ত্র-বয়নকারী, মৎস্য ব্যবসায়ী, ধুনারি ও তৈলাকার শ্রেণীও শেখ নামে অভিহিত হইতে পারেন।

এতদ্ সম্বন্ধে কলিকাতা, হুগলি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, যশোহর ও হিন্দুস্তান প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান মাওলানা ও মৌলবিগণ একমতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুসলমান প্রত্যেক সম্প্রদাই শেখ নামে অভিহিত হইতে পারেন, এবং গ্লানিজনক উপাধিতে মানবকে আহ্বান করা নিষিদ্ধ (হারাম)। মৎস্য ব্যবসায়, বস্ত্রবয়ন ও কৃষিকার্য্য হালাল পেশা, ইহাতে শেখত্বের মর্য্যাদার কোন হানি হইতে পারে না। অতএব আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, আপনারা বর্ত্তমান সময় হইতে শেখ নামে অভিহিত হইতে পারেন। তদ্বিষয়ে অযথা আপত্তি উত্থাপনকারী, ব্যক্তি ইসলাম দ্রোহী এবং কোরান, হাদিছ ও আলেমগণের মত দ্রোহী হইয়া পরম অধর্ম্ম জনিত মহাপাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইবেন।

পক্ষান্তরে দোররোল মোখ্তার গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—

واما اتباع الظلمة فاخسن من الكل۔

যাহারা উৎকোচ গ্রহণ করতঃ সত্য ঘটনাকে অসত্যে পরিণত করিয়া থাকেন, সেই অত্যাচারী কর্মচারীগণের পেশাই নীচ।

আরও উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

ولا يحل ان يسائل شيئا من القوت من له قوت يومه

بالفعل اوياقرة كالصحيح المكتسب وياثم معطيه ان علم

بحاله لاء عانته على المحرم۔

এক দিবসের আহারীর সঞ্চয় এবং জীবিকা নির্ব্বাহের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বে বলিষ্ঠ যুবার পক্ষে ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ, এবং জ্ঞাত সত্বে এইরূপ ভিক্ষুককে দান করিলেও পাতকী হইতে হইবে।

প্রশ্ন ঃ- কোন্ ব্যক্তি এমামতের বেশী যোগ্য? এবং কোন ব্যক্তি মুর্শিদ হইতে পারেন?

উত্তর ঃ যে কোন বংশধর হউন না কেন, যে ব্যক্তি বেশী আলেম, সেই ব্যক্তিই এমাম হওয়ার বেশী যোগ্য হইবেন।

যেমন দোররোল মোখ্‌তার গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—

الاولى بالامامة الاعلم بالسنة -

এইরূপ আএনি, কানজ, জামেয়োর রমুজ, সেরাজিয়া, হেদায়া শরাবেকায়া, আরকান, আরবায়া, আলমগিরি, মোজমারাত ও বাহ্‌রোর রাএক প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। মুর্শিদ দুই প্রকার। প্রথম মুর্শিদ শরিয়ত, পাপী ব্যক্তিকে সত্য পথগামী অর্থাৎ ধার্ম্মিক হইতে হইলে, কোন আলেমের উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে আলেমগণ বিভিন্ন মতধারী হইয়াছেন, এবং সকলের মস্তক একরূপ নহে। আরও প্রবঞ্চকেরা বিপরীত মর্ম প্রকাশ করতঃ শেরেক ও বেদাতের ব্যবস্থা দান করিয়া জনসাধারণকে বিপথগামী করিয়া থাকেন। সুতরাং পরিচিত উচ্চশিক্ষিত জ্ঞানী আলেমের নিকট আমি কুকর্ম করিব না। এবং আপনার উপদেশ মত কার্য্য করিব" এই শর্ত্তে বয়তের (তওবা) করিতে হইবে। ইহাকে মুর্শিদ শরিয়ত বলে। এইরূপ মুর্শিদের নিম্নলিখিত কয়েকটি শর্ত্ত আছে। যথা—

জ্ঞানী বিচক্ষণ হওয়া তফসীর জালালায়েন, মেশকাত ও হেদায়া এ বিশেষরূপে অধিকার থাকা, ধর্ম পরায়ণ, পরহেজগার এবং সুন্নত জমায়াতের আলেমগণের ন্যায় মতধারী হওয়া। ফাল খোলা, রিয়াকারী, বোজর্গী ও ফকিরি দেখান দোষ বজ্জিত হওয়া, জনসাধারণকে সত্য পথ প্রদর্শন করা মন্দ কার্য্যে বিরত হইতে উপদেশ দেওয়া এবং মুরিদের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা বিধান করা। এইরূপ মুর্শিদের ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য করিলে, পরকালে উদ্ধার (মুক্তি) পাইবে। যেমন মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেব বয়য়েত গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

واما بیعت شریعت پش حقیقتش انکه مرد عالی
کـه عـمورا دو غـفـلـت و معصیت کزارده هر کاه برین
خهال متنبه می شود وندمت می کشد۔ ورجوع برای
تقوی و طاعت میخراهد۔ حصول معنی تحکهم عالی
متقی برظاهر و باطن خود دادت منتظم نمی تواند شد
پمه دیدن کتاب هی شریعت مانند مراجعت کتب طب
است بیمار وابدون حصول ملکه طب ومعالجه باینقدر
اصلاح مذج و دفع مرض دشراو است و همپنین بقول
هزعالمی عمل کردن موجب تحیر است که هربکی
صحیح الفکر و الحران نمی باشد پس بنابران ضرورت
مردی که باوجود علم وتقری در صفت داشته باشد۔
یکی عدم مساهلت رمداهنت دومقام امر بالمعرف
رنهی عن المنکر دوم شناختن اتپه بحال طالب انضل
واسهل است پس ابن پنین سک را اختیار کند و
زمامامور خود را بدست اوسپارد و متابعت ار برخود
لازم کیرد بمرراد خرد رسد وثموة این رسیدن است به
نجات کلی دوعقبی و دخول ار درجناب العلی و
تحصیل رضای مرلی۔

অন্য প্রকার মুর্শিদ তরিকত, প্রথম মুরিদের আকিদা পুর্ব্বকার আলেমগণের মতে নির্ণয় করিতে উপদেশ দিবেন। তৎপরে সমস্ত মহাপাপে (গোনা কবিরাতে) বিরত, এবং ছোট পাপে (ছগিরা গোনাতে) লজ্জিত, এবং অজু, গোছল, নামাজ রোজা, জাকাত, হজ্জ প্রভৃতি শরিয়তের মূল কার্য্যগুলিকে সুন্নত ও মোস্তাহাব সহিত সমাপ্ত করিতে, পানাহার, পরিধান, কথোপকথন, বিবাহ দান, ক্রয় বিক্রয়, ইজারা প্রভৃতি কার্য্যগুলিকে সুন্নত অনুযায়ী করিতে, এবং সয়ন উত্থান, সন্ধ্যা প্রভৃতি কালের দোয়াগুলি নিত্য পাঠ করিতে, পরিশেষে রিয়া হিংসা, তম প্রভৃতি মন্দ স্বভাবগুলি বর্জ্জন করিতে, নিত্য নিত্য কোরান পাঠে, পরকাল চিন্তা সর্বদা হৃদয় মধ্যে জাগরুক থাকিতে, সর্ব্বদা আলেমগণের সভায় উপস্থিত থাকিতে, অধিকাংশ সময় মসজিদে অতিবাহিত করিতে উপদেশ দিবেন। এতদূর শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে জেকের শিক্ষা দিবেন। এই মুর্শিদকে মুর্শিদ তরিকত বলে। এই মুর্শিদের শর্ত্তগুলি যথা, প্রধান শর্ত্ত এই যে, অতি কম আলেম হইলেও তফছির জালালাএন, মেশ্‌কাত ও হেদায়া পর্য্যন্ত কোন বিচক্ষণ আলেমের নিকট শিক্ষা লাভ করা ধার্ম্মিক পরহেজগার, সুন্নাত জামাতভুক্ত হওয়া, সুন্নত এবাদত নিত্য কর্ত্তব্যগুলি সম্পূর্ণ করা, মন্দ পথ বিচ্যুত, সত্য পথ প্রদর্শক, কামেল মুর্শিদ হইতে তছাওয়ফ বিদ্যা উপার্জন করা সুদূরস্থ মুর্শিদের সহিত সাক্ষাতে মুরিদান অসমর্থ হইলে, কিম্বা প্রথম মুর্শিদের লোকান্তরে, অথবা হাজত, ফাতেহা চাহারম ও চল্লিশে ইত্যাদি শেরেক বেদাতে উপদেশ দেন, বা ঐরূপ সত্যধারী না হয়েন, এমত অবস্থায় উপযুক্ত অপর মুর্শিদ ধারণ করিতে হইবে।

পাঠকগণ, তিনি যে বংশোদ্ভবই হউন উপরোক্ত শর্ত্তধারী উপযুক্ত মুর্শিদ। এমাম আজম, দাউদ তাই, হবিব আজমি মারুফ কারখী, হাছান বছরী, ছাররী ছক্তি, জন্নুন মিসরী, জোনায়েদ বোগদাদী, বায়েজীদ বোস্তামি, শেখ শিরিন, শাকিক বালাখি ছাহাল তস্তরি, মালেক দিনার, ও বেশর হাফি,-

এইরূপ অনেককে পীর মুর্শিদগণও ছাহাবা বংশধর ছিলেন না অতএব শর্ত্তহীন ব্যক্তি আশরাফ হইলেও তাহার নিকট মুরিদ হওয়া সিদ্ধ নহে, ইহাই কওলোল জমিল, ফাতাওয়ায় আজিজি, এরশাদোত তালেবিন ও ছিয়ারোল আকতাব প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। কলিকাতা মাদরাছা আলিয়ার মাওলানা সাহেবগণের স্বাক্ষর ঃ গভরমেন্ট হইতে শামছুল উলামা উপাধি প্রাপ্ত মাওলানা বেলায়েত হোসেন সাহেব, শামসুল উলামা উপাধি প্রাপ্ত মাওলানা ছফিউল্যা সাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম সাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ এহিয়া সাহেব গভরমেন্ট হইতে শামছুল উলামা উপাধি প্রাপ্ত বঙ্গের অদ্বিতীয় রত্ন মাওলানা লোৎফার রহমান ফাজেল বর্দ্ধমানী সাহেব, মাওলানা মীর মোহাম্মদ ছাহেব, মাওলানা আবদুচ্ছামাদ সাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ মোজহার সাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ হাছান ছাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব, রামপুর মাদ্রাসা আলিয়ার মওলানাগণের স্বাক্ষরঃ মাওলানা ফজলোল হক সাহেব, প্রিন্সিপ্যাল মাদরাছা রামপুর মাওলানা আহমদ আমিন সাহেব, মওলানা শারাফাতুল্যা সাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ খলিলুল্লা সাহেব, মাওলানা গোলাম রছুল সাহেব, মাওলানা উজির মোহাম্মদ খাঁ ছাহেব, মাওলানা মোঃ আজিজোর রহমান ছাহেব, মাওলানা সৈয়দ আহমদ সাহেব, মাওলানা নেজামউদ্দিন সাহের, দেওবন্দের মাদরাসার মাওলানাগণের স্বাক্ষরঃ মাওলানা মোহাম্মদ মাহমুদ হাছান ছাহেব মাওলানা মোহাম্মদ আজিজর রহমান সাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ মছউদ সাহেব মাওলানা গোল মোহাম্মদ খাঁ ছাহেব, মাওলানা গোলাম রছুল সাহেব, মাদ্রাছা আনওয়ারিয়ার মাওলানাগণের স্বাক্ষরঃ মাওলানা মোহাম্মদ ফজলে করিম সাহেব, মাওলানা আবদুল ওহাব সাহেব মাওলানা করিম বক্স সাহেব আলীগড়, হুগলি, ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোহর ও খুলনা জেলা সমূহের মাওলানা ও মৌলবিগণের স্বাক্ষরঃ মাওলানা মুফতি লোৎফোল্লা সাহেব, মাওঃ জাহেদ হোসেন সাহেব, মৌলবি নুরজ্জামান সাহেব, মৌলবি মোজাফ্ফার আহমদ

সাহেব, মৌলবি মোহাম্মদ ছইদ সাহেব, মৌঃ মোঃ নুর মোহাম্মদ সাহেব, মাওলানা শাহ মোহাম্মদ আবু বকর সাহেব, মৌঃ ও হাফেজ তাওয়াক্কল আলি সাহেব, মৌলবি মোহাম্মদ আমিনুল হক সাহেব, মৌলবি আবদুর রহমান সাহেব, মৌলবি আবদুল খালেক সাহেব, মৌলবি মোমতাজুদ্দীন সাহেব, মৌলবি মোহাম্মদ আবদুল কাদের সাহেব, মৌলবি বেশারত আলি সাহেব, মৌলবি ছায়াদাত উল্লা সাহেব, মৌলবি আবদুর রউফ সাহেব, মৌলবি মোজহার হোসেন সাহেব, মৌলবি মোজহারুল হক সাহেব, মৌলবি করিম বকস্‌ সাহেব, মৌলবি সৈয়দ জায়েদউদ্দিন সাহেব, মৌলবি আহমদ উল্লা সাহেব, মৌলবি মোহাম্মদ ইদরিস সাহেব, মৌলবি আবদুল জলিল সাহেব, মৌলবি মোহাম্মদ ছানাউল্লা ছাহেব, মৌলবি এলাহি বক্‌স সাহেব, মৌলবি ওলিউল্লা সাহেব।

(সমাজ সংস্কার) ১। করুণাময় খোদাতায়ালার নাম লইয়া আমাদের দেশে একটী বাৎসরিক সুবক্তাগণের বর্ক্তৃতা সভা স্থাপন করিতে হইবে। ২। ২০।২৫ গ্রামের চিন্তাশীল জ্ঞানী লোক হইয়া একটি পরামর্শ (কাউন্সিল) সমিতি গঠন করিয়া মাসিক ত্রৈমাসিক কিম্বা যান্মাসিক অধিবেশনের নিয়ম করিতে হইবে। এবং ধর্ম্ম ও সমাজ উন্নতি সাধনকল্পে বিশুদ্ধ পরামর্শগুলির বিষয় বিশেষরূপে আন্দোলন ও আলোচনা করিতে হইবে।

৩। স্ত্রীলোকদিগের পর্দ্দা রক্ষার জন্য নির্জ্জন স্থানে পাতকুয়া, পুষ্করিণী খনন, পায়খানা প্রস্তুত ও বাটীর চতুষ্পার্শ্বে পরদা করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার জন্য দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ঘোর আন্দোলন করিতে হইবে। অন্যথা স্ত্রীলোকগণ যাহাতে চাউল ও দুধ বিক্রয় করিতে বাজারে যাইতে না পারে, অন্য শ্রেণীর বাটীতে চাকরাণী বৃত্তি না করে, মেলা, পীরের দরগায় ও খেয়ানৌকায় অন্যত্র যাইতে না পারে এবং দূরবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে পানি আনয়ন না করে, ইহার সদুপায় করিতে হইবে। বিবাহোপলক্ষে যেরূপ

স্ত্রীলোকদিগকে পালকি, দুলি, গাড়ি বা নৌকায় অন্যত্র লইয়া যাওয়া হয়, অন্য সময়ও তদ্রুপ পরদার সহিত যাতায়াতের ব্যবস্থা করিবার জন্য সমাজের নেতাগণকে বহু চেষ্টা করিতে হইবে। সন্তান প্রসবের পরে স্ত্রীলোকের নখ নাপিত দ্বারা কর্ত্তন না হয়, তদ্বিষয়ে বহু যত্ন করিতে হইবে।

৪। প্রত্যেক গ্রামে একটী তহবিল সমাজ ও ধর্ম উন্নতিকল্পে স্থাপন করিতে হইবে। উহার নাম "ইসলাম মিশন ফণ্ড" বা বয়তুল মাল তহবিল" রাখিতে হইবে।

বিবাহ, আকিকা, খাৎনা, মৃতদের লিল্লাহি খানার সময় কিছু কিছু এই ফণ্ডে আমানত করিতে হইবে, ধান্য, পাট, চাউল ইত্যাদি শস্যের কিছু কিছু আল্লাহর নামে, বাণিজ্যের মুনাফার কিছু অংশ, দোকানদারের নূতন খাতা করিবার সময় কিছু আল্লাহর নামে এই ফণ্ডে আমানত করিতে হইবে।

বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কিছু আল্লাহর নামে আমানত করিবে। সমাজচ্যুত (সমাজের নিয়ম লঙ্ঘনকারী) ব্যক্তি স্বসমাজে স্থান ও আশ্রয় গ্রহণ কালে সমাজ উন্নতি-কল্পে যাহা কিছু দান করিবে, তাহার কিছু অংশ এই ফণ্ডে আমানত করিবে।

প্রত্যেক গ্রামের তহবিল একটি বিশ্বাসী লোকের নিকট আমানত থাকিবে, বৎসরের শেষে ইহার হিসাব ও নিকাশ দিতে ও লইতে হইবে।

এই অর্থে ভগ্ন মসজিদ সংস্কার, স্কুল, মক্তব ও মাদ্রাছা স্থাপন ধর্ম্মসম্বন্ধনীয় সভার অধিবেশন, সমাজ ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত মোকদ্দামার ব্যয় বহন, দরিদ্র শিক্ষার্থী বালকদিগের সাহায্য কোন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক মুসলমান হইলে, উহাকে কিছু কিছু দান করা দরিদ্র পল্লীর পরদা রক্ষার জন্য সাধারণ বা কতক লোকের সুবিধা জনক স্থানে কূপ খনন, অন্যথা স্ত্রীলোকদের বাজার ঘাট বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে কিছু কিছু সাহায্য সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধনীয় পুস্তকাদি ছাপাইবার ব্যয় বহন, বিদেশী বা উপায়শূন্য মৃতদের দফন কাফনেরর ব্যয় সম্পন্ন করা, সাধারণের উপকার হেতু

শামিয়ানা, দেগ, সতরঞ্জি প্রভৃতি রাখা, ইত্যাদি সৎকার্য্য করিতে হইবে।
৫। সমাজের বালক বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার জন্য বাধ্য করিতে হইবে। বাঙ্গালা আরবী, ফারসী ও ইংরাজী শিক্ষার জন্য ঘোর আন্দোলন করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে এক একটি আরবী, ফারসী বাঙ্গালা পাঠশালা ও মক্তব ইংরাজী মিশ্রিত মাইনর স্কুল স্থান বিশেষে স্থাপন করিতে হইবে। বাঙ্গালা শিক্ষা করিলে, নিজেদের হিসাব-নিকাশ পত্র পাঠ বা লেখা, সংবাদপত্র পাঠ, শিক্ষকতা কার্য্য জমিদার সরকারের চাকুরি, সওদাগারী অফিসে চাকুরি ও কোর্টের মুহুরি গিরিতে আমাদিগের অধিকার হইবে। আরবি ও ফারসি শিক্ষা করিলে, ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত বক্তৃতায় দেশের লোকের চক্ষু আলোকময় করিতে, জনসাধারণকে ধর্মের পথ দেখাইতে, দেশের কুপ্রথাগুলি দূরীকৃত করিতে এবং প্রবঞ্চকদের প্রবঞ্চনা হইতে স্বদেশবাসীকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। অভাবে মুনশী পদ লাভ করতঃ ধর্ম্মের কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে ও পল্লীগ্রামের শেরেক বেদাতগুলি দূরীভূত করিতে সমর্থ হইবে।

ইংরাজি শিক্ষা করিলে, উকিল, মোক্তার, দারোগা, জমাদার, ডাক্তার, ইনস্পেক্টর, চেয়ারম্যান ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি পদ পাইয়া সমাজের চক্ষুকে উজ্জ্বল করিতে পারিবে।

বিদ্যা বলে বলীয়ান হইয়া আজ ইংরাজ জাতি অর্দ্ধ ধরণীর অধীশ্বর, হিন্দু সম্প্রদায় উচ্চ পদস্থ কর্মচারী এবং নলতার মিঃ আহ্‌ছানুল্লা ছাহেব খান বাহাদুর উপাধি পাইলেন।

৬। মুসলমানদিগের পয়সা অন্যের হস্তে না যায়, তজ্জন্য সমাজের কতকগুলি লোককে মিঠাই, ঘৃত, মাখন, দধি, ঘোল, চিড়া, প্রস্তুত এবং কর্মকার, কুম্ভকার ও কাংস্যকার প্রভৃতি ব্যবসা অবলম্বন করিতে হইবে।

জাতীয় ভ্রাতার মিঠাই দধি প্রভৃতি গ্রহণ করিবার জন্য সমাজের মধ্যে অঙ্গীকার ঘোষণা করিতে হইবে। বহু সংখ্যক দুগ্ধবতী স্থূলকায় গাভী

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী

প্রতিপালন করতঃ ঘৃত, মাখন, ছানা ও দধি প্রস্তুত করিতে হইবে।

দুঃখী, অন্ধ, চলৎশক্তি রহিত খঞ্জ ও রুগ্ন ভিন্ন বলিষ্ঠ মুসলমানকে ভিক্ষা দেওয়া নিষেধ করত, তাহাদিগকে লুণ্ঠন, পোর্টম্যান, ছাতা, বই বাঁধাই, ফুকো শিশি প্রস্তুত কাষ্ঠশিল্পী, রাজ মিস্ত্রীর কাজ, দরজির কাজ, টুপী প্রস্তুত, কাপড়ের ফুল তোলা, রেশম ও জরির কাজ, গেঞ্জি, মোজা, দস্তানা, কম্ফার্টার, সূক্ষ্ম সুতা প্রস্তুত, পিতল তাঁমা কাঁসা ও টিনের বাসন ইত্যাদি প্রস্তুত বিষয়ের উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।

৭। সমাজকে ঋণ-পাপ হইতে মুক্তি করণ জন্য অপব্যয় করা বন্ধ করিবে। বিবাহ, খতনা, মৃতদের লিল্লাহি খানা প্রভৃতি উপলক্ষে খরচের পরিমাণ কমাইবে। শবেবরাতে বাজি পোড়ানো, মাদক দ্রব্য প্রচলন, ধর্মকুটুম্বিতা, গান বাদ্য, ভাষান, বিধর্ম্মিদিগের পর্ব্বোপলক্ষে জামাতা কন্যাকে আনয়ন, পণ গ্রহণ ইত্যাদি অপব্যয় রহিত করিতে হইবে। মামলা মোকদ্দমায় অপব্যায় করিবে না।

৮। সমাজের একতাকে সম্পর্শমণি জ্ঞান করিতে হইবে। হিন্দুদের মধ্যে এক সঙ্গে পানাহার নিষিদ্ধ বিধায় একতার অভাব লক্ষিত হয়। ইসলাম সমাজে কি রাজা, কি প্রজা, কি দরিদ্র, কি মহৎ সকলেই একস্থানে সমবেদ হইয়া নামাজ, ঈদ, হজ্জ, প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কৃষক, বস্ত্র বয়নকারী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও তৈলাকার যাঁহারা পবিত্র শরিয়তের বাধা তাঁহাদের সহিত আহার করা মিলিয়া মিশিয়া থাকা ও বিপদাপদে একে অন্যের সাহায্য করা একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন ঈদগাহে নামাজ না পড়িয়া একটী বৃহৎ প্রান্তরে ১০-১২ গ্রামের লোক একত্রিত হইয়া নামাজ পড়িতে হইবে। এই একত্রিত সমিতির বলে হিন্দু জমিদারের অত্যাচার দূর করিতে সক্ষম হইতে পারিবে। মুসলানদিগের নিকট হইতে পূজার পাঁঠা ও ভোগ ইত্যাদি গ্রহণ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে এই সমিতিকে জমিদারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। বিধর্ম্মীদের (দুর্গোৎসব, পৌষপার্বণ রথযাত্রা, দোল

ও চড়ক প্রভৃতি) উৎসবে মুসলমানদের যোগদান, সম্পূর্ণরূপে রহিত করিতে হইবে। মোকদ্দমা মামলা সমাজে উপস্থিত হইলে, এ সমিতিকে উহা মীমাংসা করিয়া দিতে চেষ্টা করিতে হইবে। জাতীয় কোনও বিষয় কোর্ট বা জমিদারিতে না যায়, তদ্বিষয়ে তীব্র চেষ্টা করিতে হইবে। কোন হিন্দু মুসলমান হইলে এই সমিতি উহাকে গ্রহণ করিবে। কেহ চুরি ডাকাতি, মদ্যপান ও পরনারী গমন করিলে, উহাকে যথাবিধি শাসন করিবে।

৯। নামাজ রোজা, জাকাতাদি সর্বস্থানে প্রচলন করণার্থে বিশেষ যত্নবান হইতে হইবে। ইসলামী পোশাক ও পরিচ্ছদ ব্যবহারে উৎসাহিত করিতে হইবে। মুসলমানী ধরণের নামকরণ করিতে হইবে। সাতসা ছাড়িয়া আকিকা করিতে, মহরমের লাঠি খেলা ও মরছিয়া ত্যাগ করিয়া রোজা ও নামাজ আদায় করিতে হইবে, কাহাকে উচ্চ নীচজ্ঞান না করিয়া সকলকে সমভাবাপন্ন, এক পথের পথিক ও এক গ্রামের ভ্রাতা হইতে হইবে। হাজত বেদাত সমূলে ধ্বংস করিতে হইবে এবং বিবাহে ছওয়াল করা বন্ধ করিতে হইবে।

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী
এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ফাউন্ডেশন
পূর্বচর কৃষ্ণপুর, আলগীবাজার, হাইমচর, চাঁদপুর

সমাপ্ত